তারিখ ... 13.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1 ...

সংবাদ
ঢাকা: মঙ্গলবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৯১

শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো

শিক্ষকতা পেশাটা মহৎ। এই পেশার মর্যাদা রাখার জন্যই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে প্রাইভেট পড়ানো ব্যাপকভাবে চালু করার ফলে যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী বলতে হবে। তবে প্রাইভেট পড়া বা পড়ানোটা যতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী স্কুল-কলেজগুলোতে চালু।

কথাটা আপত্তিকর হলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট পড়ানো এখন একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির পরিবর্তে এখন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বাড়িতেই গ্রুপ করে প্রাইভেট পড়ানোবেশী প্রচলিত। এক এক গ্রুপে ৫/৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ানো হয়। রাজধানীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্রকে সপ্তাহে দু'দিন পড়ার জন্য বিষয় ও শিক্ষকভেদে ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা দিতে হয়। কিছু ভাগ্যবান শিক্ষক প্রাইভেট পড়িয়ে মাসে কয়েক হাজার টাকা উপার্জন করেন। তাঁদের এই সৌভাগ্যে কারো ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপত্তি হয় তখনই যখন এর ফলে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা ব্যাহত হয়। যদি কোন শ্রেণীশিক্ষক বা শিক্ষিকা (ক্লাস টিচার) বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরে তাঁর নিজের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রাইভেট পড়ান তাহলে ধরে নিতে হবে যে, বিদ্যালয়ে সঠিক শিক্ষাদান হয়নি। প্রাইভেট পড়ানোর জন্য আলাদা উদ্যমানের জোট তৈরী এবং অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণেই যদি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশী সময় দিতে হয় তাহলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে থাকে কোথায়? শিক্ষক-শিক্ষিকারাই যেহেতু প্রশ্নপত্র তৈরী করেন কাজেই যারা প্রাইভেট পড়বে তাদেরকে সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র যত্নের সাথে পড়ানো হবে না এমনটি আশা করা কি ঠিক? এটা কি অন্য অর্থে পক্ষপাতিত্ব নয়? বিভিন্ন পরীক্ষার ফলেই এটি প্রমাণিত হয়। অভিযোগ আছে আজকাল ভাল ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে হলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আগে কয়েকমাস চড়া ফি-তে প্রাইভেট পড়তে হয়।

প্রাইভেট পড়ানোর ফলে কেবল যে দুর্নীতির অবকাশ থাকে তাই নয়, সেই সঙ্গে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্যও বাড়ে। ভাল শিক্ষকদের কাছে বেশী ফি-তে প্রাইভেট পড়ার সামর্থ্য আছে কেবল বিত্তবান শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদেরই। এর ফলে তারা পরীক্ষায় ভাল ফল করে ভাগ্যটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রাইভেট পড়ানোর পক্ষে একটা যুক্তি দেয়া হয় যে, সকল ছাত্র-ছাত্রীর মেধা একরকম নয়। কাজেই যারা খারাপ ছাত্র তাদের জন্য প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু মনস্তত্ত্বে এই যুক্তিকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে (মস্তিষ্কের মেধায়) "জিনিয়াস" এবং "ইডিয়ট"-এর সংখ্যা খুবই কম—অযুতে-লাখে দু'একজন নেলে। সকলের মেধাই মোটামুটি সমান। আসলে আমাদের ধারণা এবং পড়ানোর পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ। সমাজ কাঠামো নির্বিশেষে উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষার ফলে "ভেরী গুড থেকে এক্সসেলেণ্ট" বা "এ থেকে এ প্লাস" পেয়ে থাকে। ভিন্নতা থাকে তাদের পছন্দে এবং মানসিক গড়নে। আমাদের দেশের কিণ্ডারগার্টেনের শিশুদেরও বাসায় লেখাপড়ার ভয়াবহ টাস্ক দেয়া হয়। অথচ পাশ্চাত্যে ঐ বয়সে লেখাপড়ার যাবতীয় কাজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলেই সারা হয়। বই-খাতাগুলো পর্যন্ত স্কুলে থাকে।

আসলে বিদ্যালয়ে যদি যত্নের সাথে এবং পরিপূর্ণভাবে পড়ানো হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয় না। এজন্য শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যার যে অনুপাত রয়েছে তা কমানো প্রয়োজন। প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে পড়ানো এবং সঠিক জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিষ্টার বা কোর্স পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রায়ই ক্লাস কামাই হওয়ায় এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের দেশে অনিবার্য কোন কারণে কোন বছর সিলেবাস অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে কোন ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট না পড়িয়ে সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে কোচিং ক্লাস করাবার আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বিদ্যালয়েরই গ্রহণ করা উচিত।

কম বেতনের ফলে শিক্ষকরা আয়ের একটি বিকল্প উৎস হিসেবে প্রাইভেট পড়ানোকে গ্রহণ করে থাকেন বলে যে যুক্তি দেয়া হয় তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। শিক্ষকদের বেতন যে এখনও পর্যাপ্ত নয় তা সকলেই স্বীকার করেন। তবে অন্যান্য সরকারী চাকুরিজীবীদের তুলনায় আগের চেয়ে তাদের অবস্থার যে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তাও মানতে হবে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কখনও নিজের বা আত্মীয় পরিচিতের বাড়িতে থেকে শিক্ষকতা করেন। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরীক্ষার খাতা দেখেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা বা সম্পাদনা করেন, মজুরি কমিশনের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বহির্ভূত কাজে (এক্সট্রা কারিকুলার) সম্পৃক্ত থাকেন। এসব থেকেও তাদের কিছুটা অর্থাগম হয়। তবে সকলের ভাগ্যে এসব জোটে না। তাই গোটা শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বার্থে বরং একটা যুক্তিসঙ্গত বেতন কাঠামোর জন্যই তাঁদের বক্তব্য পেশ করা উচিত। তা না করে প্রাইভেট পড়ানো এবং অন্যান্য অর্থকরী কাজে ব্যাপৃত থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাহত হবে। লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতীর কিছুটা বিরোধ সবদেশেই আছে। শিক্ষকরা একদিকে মহান পেশার মর্যাদা দাবী করবেন, অপরদিকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হিসেব করবেন—পরস্পর বিরোধী এ দুটো দাবী বোধহয় ঠিক নয়।